২২/৯/২০০১

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..৮.. কলাম ..৬..

যশোর শিক্ষা বোর্ড

২১ জন কর্মচারীর চাকরি আছে, বেতন নেই

যশোর প্রতিনিধি

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ২১ জন কর্মচারী গোলকধাঁধায় পড়েছে। বর্তমানে তাদের চাকরি থাকলেও বেতন নেই। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এসব কর্মচারী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মাস্টাররোলে যশোর শিক্ষা বোর্ডে চাকরি করলেও আজ পর্যন্ত কারও চাকরি স্থায়ী করা হয়নি। অর্থাভাবে সবাই এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে। জানা গেছে, গত বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নীতিনির্ধারক হিসাবে পরিচিত 'বোর্ড কমিটির' এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় বোর্ডে দৈনিক হাজিরায় নিয়োজিত ২১ জন কর্মচারীকে নিয়মিতকরণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে ২১ জনকে শূন্যপদে নিয়মিতকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কিন্তু ১৬ মাস পেরিয়ে গেলেও বোর্ড কমিটির ওই সিদ্ধান্ত আজও পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। অথচ ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালের ওই বোর্ড কমিটির সভায় গৃহীত ৩৬টি সিদ্ধান্তের মধ্যে একমাত্র ২১ জনের চাকরি নিয়মিতকরণ ছাড়া আর সবগুলোই কার্যকর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, যশোর শিক্ষা বোর্ডে বর্তমানে ৭টি গার্ড, ২টি ক্লিনার, ৩টি সুইপার, ৩টি ডেসপাস রাইডারসহ অন্য ৬টি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রয়েছে। কিন্তু বোর্ড কমিটির সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও শূন্য পদগুলো রহস্যজনক কারণে পূরণ করা হচ্ছে না। অথচ মাস্টাররোলে কর্মরত বহু কর্মচারীর চাকরি এর আগে নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। খবর নিয়ে জানা গেছে, যশোর শিক্ষাবোর্ডে বর্তমানে যে ২১ জন মাস্টাররোলে কাজ করছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এসএসসি থেকে স্নাতক পাস। এদের চাকরির বয়সও প্রায় শেষ হতে চলেছে। এদিকে এই ২১ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে বাদ দেয়ার জন্য বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী উঠেপড়ে লেগেছে। শিক্ষা বোর্ড থেকে বলা হচ্ছে, মাস্টাররোলে যারা কাজ করছেন তাদের জন্য রক্ষিত ফান্ড ফুরিয়ে গেছে। তাই গত তিন মাস যাবৎ এই ২১ জন কর্মচারীর বেতন বন্ধ রয়েছে। বেতন না পেয়ে এসব কর্মচারীর সংসার চলছে অনাহারে-অর্ধাহারে। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, মানবিক কারণেই ২১ জনের চাকরি স্থায়ী হওয়া দরকার। তবে এ ব্যাপারে কিছু জটিলতা রয়েছে এবং সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।